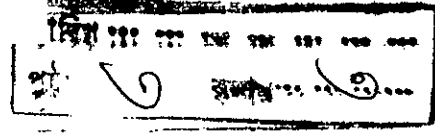


২৭/৬/২০০১

শৈল্পিক ইতিহাস



অর্থাভাবে কাজীর শিমলা নজরুল পাঠাগার বন্ধের উপক্রম

ময়মনসিংহ (দক্ষিণ) হইতে সংবাদ-
দাতা ॥ অর্থাভাবে ত্রিশালের কাজীর
শিমলা দারোগা বাড়ীর নজরুল
পাঠাগার এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম
হইয়াছে। পাঠাগার ভবনটি পুক-
রের ভাংগনের সম্মুখীন হইয়াছে।
জানা যায়, ১৯৭৪ সালে জাতীয়
কবি নজরুল ইসলামের বাল্য স্মৃতি
বিজড়িত ত্রিশাল উপজেলার কাজীর
শিমলায় দারোগা বাড়ীর পুকুর পাড়ে
নজরুল পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।
পাঠাগারটি দেখাশুনা করিবার জন্য
কাজী পরিবারের একজনকে লাই-
ব্রেরীয়ান হিসাবে নিযুক্ত করা হই-
য়াছিল। জেলা পরিষদ হইতে
তাহাকে কিছু সম্মানীও দেওয়া
হইত। বর্তমানে কাজী রফিক
উল্লাহর নাতি কাজী শাহাদত হোসেন
লাইব্রেরীয়ান ও কেয়ারটেকারের
দায়িত্ব পালন করিতেছেন। কিন্তু
তিনি কোন সম্মানী পাইতেছেন না।
ফলে পাঠাগারের কাজে তিনি এখন

আর তেমন সময় দেন না। সময়মত
পাঠাগারটি খোলাও হয় না। দুই
শতাধিক পাঠক থাকিলেও ২০০০
সালে মাত্র ১৫ জন পাঠক বই
নিয়াছেন। ২০০১ সালের ৯ই মে
পর্যন্ত মাত্র একজন পাঠকের
নামে একটি বই ইস্যু করা হই-
য়াছে। দুই হাজার বই থাকিলেও
নজরুল বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা
খুবই কম। পাঠাগারে কোন পত্র-
পত্রিকা আসেনা। অথচ সৌজন্য
পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করা হইলে
পাঠাগারটি জমজমাট হইয়া উঠিত
দুই বৎসর যাবৎ অনুদানেও কোন
বই পাওয়া যাইতেছে না। প্রায়
সময়ই পাঠাগার তাগাবদ্ধ থাকে।
নজরুল পাঠাগারের সাধারণ সম্পা-
দক কাজী কামরুজ্জামান ক্ষোভের
সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে নজরুলের
আগমন কাজী রফিকউল্লাহ দারোগার
মাধ্যমেই ঘটিয়াছে। অন্ততঃ এই
জানো হইলেও দারোগা বাড়ীতে
কিছু একটা করা হউক, ইহা সবাঁই
চায়। কাজীর শিমলাকে বাদ দিয়া
তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান করিয়া
পূর্ণ সফলতা লাভ হইবে না
দুই বৎসর যাবৎ কোন মন্ত্রী-আমি
কাজীর শিমলায় আসেন নাই।
জন্য এলাকাবাসী হতাশ ও
হইয়াছে। তিনি বলেন, সরকার
সাহায্য না পাওয়ায় এবং অর্থ
টের কারণে পাঠাগার ভবন
সংস্কার করাও সম্ভব হইতেছে
ভবনের চালার টিন ছিঁড় হই
পানি ঝরিতেছে। মাটি ভাঙ
করিতে না পারায় ভবনটি পুকুরে
ভাংগনের সম্মুখীন হইয়াছে।
সাইন বোর্ডটি ভাংগিয়া পড়িয়া
নতুন করিয়া সাইন বোর্ড বৈ
করিবার আর্থিক সক্ষমতা না
পুরানো সাইন বোর্ডটি এখন পা
গারের দেওয়াল বেঁধিয়া মাটি
রাখা হইয়াছে।